টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইলে মোছাম্মৎ সাবিনা আক্তারকে যৌতুকের জন্য হত্যা করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

৩ অক্টোবর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ১২:০০টায় টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর উপজেলার নিচুনপুর গ্রামের মোছাম্মৎ সাবিনা আক্তারকে (২১) তাঁর স্বামী আরিফ হোসেন (২৮), শাশুড়ি রাশিদা বেগম (৫০) ও শ্বশুর কোরবান আলী (৫৫) শারীরিক নির্যাতন করে। এর ফলে গত ৯ অক্টোবর ২০১১ দুপুর আনুমানিক ২.৩০ টায় সাবিনার মৃত্যু হয় বলে তাঁর পরিবার দাবি করেছে। সাবিনার বাবা মোঃ আঃ সোবহান বাদী হয়ে তিনজনকে আসামী করে ঘাটাইল থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর ০৮; তারিখ- ০৬/১০/২০১১, ধারা- ২০০০ সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত/০৩) এর ১১(খ)/৩০। পুলিশ সদস্যরা সাবিনার স্বামীকে গ্রেফতার করলেও শ্বশুর ও শাশুড়ি পলাতক রয়েছেন।

মানবাধিকার সংগঠন অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে–

- সাবিনার আত্মীয় স্বজন
- চিকিৎসক এবং
- আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সঙ্গে।

মোঃ আঃ সোবহান (৪৫), সাবিনার বাবা

মোঃ আঃ সোবহান অধিকারকে বলেন, প্রায় দুই বছর আগে ঘাটাইল উপজেলার সত্তুর বাড়ি গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে আরিফ হোসেনের সঙ্গে সাবিনার বিয়ে হয়। বিয়ের দিন নগদ ৬০,০০০ টাকা যৌতুক দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি বিয়ের দিন নগদ ১৫,০০০ টাকা যৌতুক হিসেবে প্রদান করেন। বাকি টাকা কিছুদিন পরে দেবেন বলে আরিফ হোসেনের বাবা কোরবান আলীকে আশ্বস্ত করেন। বিয়ের কিছুদিন পর আশা নামক এক এনজিও থেকে ১০,০০০ টাকা ঋণ করে যৌতুক বাবদ আরিফকে সেই টাকাও দেন। ১০,০০০ টাকা নেওয়ার ১/২ মাস পর যৌতুকের বাকী আরও ৩৫,০০০ টাকার জন্য সাবিনাকে চাপ দেয়া শুরু হয়। আরিফ যৌতুকের জন্য সাবিনাকে প্রথমে মানসিকভাবে এবং পরে শারীরিকভাবে নির্যাতন শুরু করে। প্রথম দিকে তিনি বিষয়টি পারিবারিকভাবে মীমাংসা করেন। তিনি জানান, ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে আরিফ সাবিনাকে শারীরিকভাবে খুব নির্যাতন করে। এই নির্যাতন সইতে না পেরে সাবিনা তাঁর বাড়ি চলে আসে। বিষয়টা মীমাংসা করার জন্য তখন তিনি মধুপুর মানবাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ এ একটি অভিযোগ দেন। পরে মধুপুর

মানবাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ থেকে আরিফ হোসেনের বাড়িতে একটি নোটিশ পাঠানো হয়। এরপর ৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখে মধুপুর মানবাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ এর সভাপতি গোলাম কিবরিয়া তাঁকে, সাবিনাকে সঙ্গে নিয়ে মধুপুরে মানবাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদের অফিসে যেতে বলেন এবং আরিফ হোসেন ও তাঁর পরিবারকেও আসতে বলেন। সেখানে ঐদিন একটা সালিশী বৈঠক হয়। তখন আরিফের সঙ্গে তার চাচা মোঃ শাহজাহান তালুকদার ও মোঃ আঃ হালিম, ফুপা মোঃ মিজানুর রহমান এবং আরিফের বাবার ফুপাতো ভাই সোহরাব আলী উপস্থিত ছিলেন। সালিশে আরিফ সাবিনাকে আর কোনদিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করবে না এবং আর যৌতুক দাবি করবে না বলে অঙ্গীকার করে। এছাড়া আরিফ সাবিনাকে তার স্ত্রী হিসেবে যথাযথ মর্যাদা দেবে এবং বছরে তিনবার বাবার বাড়িতে যেতে দিবে। সালিশ শেষে আরিফ সাবিনাকে নিয়ে তার বাড়িতে ফিরে যায়। কিন্তু কিছুদিন যাওয়ার পরই আরিফ আবার যৌতুকের টাকার জন্য সাবিনার ওপর নির্যাতন শুরু করে। নির্যাতন সইতে না পেরে সাবিনা আবার তাঁর বাড়িতে চলে আসে। কয়েকদিন পর আরিফের বাবা কোরবান আলী ও গ্রামের মাতব্বরা এসে সাবিনাকে আবার শ্বশুর বাড়ি নিয়ে যায়। এরপর সাবিনা অন্তঃসত্বা হলে বাচ্চা হওয়ার আগে তিনি সাবিনার মাকে সাবিনার শ্বশুর বাড়িতে পাঠান এবং সাবিনার মা সঙ্গে করে সাবিনাকে নিয়ে আসেন। বাচ্চা হওয়ার সময় তিনি আরিফের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন এবং তাকে আসতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বাচ্চা হওয়ার ৩/৪ দিন পর আরিফ এসে সাবিনাকে নিয়ে যেতে চায়। তখন তিনি সাবিনাকে নিয়ে যেতে দেন নাই।

সাবিনার মৃত্যুর ১৫/২০ দিন আগে আরিফ ও আরিফের বাবা তার বাড়িতে আসে। আরিফের বাবা তাঁকে বলে, বেয়াই এইটাই শেষ চান্স। আর কোন সমস্যা হবে না। যা করার আমি করব। আপনি আমার নাতি, বউরে দিয়ে দেন। আমি কথা দিলাম, আর কোন সমস্যা হবে না। এই বলে অনুরোধ করে। এক পর্যায়ে তিনিও রাজি হয়ে যান এবং সাবিনাকে তাদের সঙ্গে যেতে দেন।

সাবিনা শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার ৭ দিন পর তাঁর ছেলে মোঃ উজ্জ্বল মিয়া তাঁকে মোবাইল ফোনে জানায় যে, সাবিনা অসুস্থ। উজ্জ্বলের সঙ্গে কথা বলার ২ দিন পর ৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখ সকালে তিনি সাবিনার শ্বশুর বাড়িতে যান। সাবিনা তাঁকে দেখে কান্নাকাটি করে আর বলে, ৩৫,০০০ টাকার জন্য আরিফ অনেক মারধর করেছে। সাবিনার শ্বশুর কোরবান আলী বাড়িতে আসলে তিনি সাবিনাকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসতে চাইলে কোরবান আলী বাধা দেন। কোনো প্রকারে সাবিনাকে আসতে দিতে রাজি না হওয়ায় তিনি মধুপুর মানবাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ এর সভাপতি গোলাম কিবরিয়াকে বিষয়টি জানান। গোলাম কিবরিয়া তাকে ঘাটাইল থানায় যেতে বলেন।

৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখে তিনি থানায় যান এবং তিনি বাদী হয়ে তিনজনকে আসামী করে ২০০০ সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১ (খ)/৩০ ধারায় একটি মামলা দায়ের করেন। থানা থেকে পুলিশ নিয়ে সাবিনাকে শ্বশুর বাড়ী হতে উদ্ধার করে নিয়ে আসেন। সেইদিনই গোপালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন এবং সেখান থেকে ৭ অক্টোবর ২০১১ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেয়া হয়। সাবিনার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় ৮ অক্টোবর ২০১১ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে চিকিৎসকরা সাবিনাকে বাসায় ফেরত পাঠায়। ৯ অক্টোবর ২০১১ দুপুরে আনুমানিক ২.৩০টায় সাবিনার মৃত্যু হয়। শারীরিক নির্যাতনের ফলে সাবিনার মৃত্যু হয়েছে বলে তিনি মনে করেন।

মোঃ উজ্জ্বল মিয়া (২৩), সাবিনার ভাই

মোঃ উজ্জ্বল মিয়া অধিকারকে বলেন, ৪ অক্টোবর ২০১১ সকালে সাবিনা তাঁকে মোবাইল করে বলে, ভাই আমি অসুস্থ তুই আমারে নিয়া যা। এই কথা শুনে তিনি তখন তাঁর বাবাকে মোবাইলে ফোন করে সাবিনাকে নিয়ে আসতে বলেন। ৫ অক্টোবর ২০১১ তাঁর বাবা সাবিনার বাড়িতে যান। বাড়িতে গিয়ে তাঁর বাবা তাঁর কাছে মোবাইলে ফোন করে বলে সাবিনাকে তার স্বামী আরিফ, শ্বশুর, শাশুড়ি মিলে অনেক মারধর করেছে। তার শরীরের অবস্থা অনেক খারাপ। তখন তিনি সাবিনাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসতে বলেন। ৬ অক্টোবর ২০১১ মোবাইলে ফোন করে জানতে পারেন সাবিনাকে পুলিশ নিয়ে গিয়ে উদ্ধার করা হয়েছে এবং গোপালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

৭ অক্টোবর ২০১১ সাবিনাকে দেখার জন্য গাজীপুর থেকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যান। তখন সাবিনার অবস্থা ছিল অনেক খারাপ। বাম চোখের নিচে কালো দাগ, শরীরে, নাকে, মুখে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান। তিনি সাবিনাকে জিজ্ঞাসা করেন কেন তাকে মেরেছে। সাবিনা বলে, ৩৫ হাজার টাকার জন্য আরিফ, শ্বশুর, শাশুড়ি মিলে চুলে ধরে, কিল ঘুষি লাথি মেরেছে। উজ্জ্বল মিয়া জানান, সাবিনা তাকে বলেছিল, শরীরে ব্যথার কারণে সে যখন জোড়ে শব্দ করে কাতরাচ্ছিল তখন তার শাশুড়ি তাকে একটা ঔষুধ খাওয়ায়। ওই ঔষুধ খাওয়ার এক ঘন্টা পর থেকে তার শরীরের অবস্থা আরো খারাপ হতে থাকে এবং বুকে জ্বালাপোড়া করতে থাকে। হাসপাতালে কিছুক্ষণ থাকার পর উজ্জ্বল মিয়া গাজীপুর চলে আসেন। পরের দিন ৮ অক্টোবর ২০১১ রাত ১২ টায় বাড়িতে আসেন। এসে দেখেন সাবিনাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ফেরত দেয়া হয়েছে। ৯ অক্টোবর দুপুরে সাবিনা মারা যায়। তিনি বলেন, যৌতুকের কারণে সাবিনাকে তার স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি মিলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করেছে এবং সেই নির্যাতনের কারণে সাবিনা মারা গেছে।

ডাঃ মোঃ আবুল কালাম (জরুরী চিকিৎসা কর্মকর্তা), গোপালপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, টাঙ্গাইল

ডাঃ মোঃ আবুল কালাম অধিকারকে বলেন, ৬ অক্টোবর ২০১১ বিকাল ৫টায় সাবিনার মা সাবিনাকে হাসপাতালে নিয়ে আসে। তখন সাবিনার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল । বাম চোখের নিচে নীল দাগ ছিল, গালে, গলায়, মুখে শরীরে ক্ষতচিহ্ন ছিল। অবস্থা অনেক খারাপ থাকার কারণে সাবিনাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে নিষেধ করেন। পরে সাবিনার মায়ের বন্ড সই রেখে ভর্তি করেন এবং সাবিনাকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেন। অত্যাধিক রক্ত শূন্যতার কারণে সাবিনাকে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

গোলাম কিবরিয়া, সভাপতি, মানবাধিকার বাস্তবায়ন পরিষদ, মধুপুর, টাঙ্গাইল

গোলাম কিবরিয়া অধিকারকে বলেন, সাবিনার বাবার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সাবিনার স্বামী আরিফ হোসেনের কাছে একটি নোটিশ পাঠান। সেই নোটিশের কারণে আরিফ হোসেন এবং তার কয়েকজন আত্মীয়স্বজন ৪ নভেম্বর ২০১০ মধুপুরে তার অফিসে আসে এবং সেখানে একটি সালিশি বৈঠক হয়। সালিশে আরিফ হোসেন তার স্ত্রীকে আর কোন দিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করবে না এবং যৌতুক দাবি করবে না বলে লিখিত ও মৌখিকভাবে স্বীকার করে। ৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে সাবিনার বাবা মোবাইল ফোনে জানায়, সাবিনার স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ি মিলে যৌতুকের টাকার জন্য সাবিনাকে মারধর করেছে। তিনি বলেন, পরের দিন ৬ অক্টোবর ২০১১ ঘাটাইল থানার কয়েক জন পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে সাবিনার শ্বশুর বাড়িতে যান এবং আহত অবস্থায় সাবিনাকে উদ্ধার করেন। এরপর ৯ অক্টোবর ২০১১ তিনি জানতে পারেন সাবিনা মারা গেছেন।

এসআই মোঃ মিজানুর রহমান, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা, ঘাটাইল থানা, টাঙ্গাইল

এসআই মোঃ মিজানুর রহমান অধিকারকে বলেন, মোঃ আঃ সোবাহানের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে গত ৬ অক্টোবর ২০১১ তিনি ৩ জন পুলিশ সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে আরিফের বাড়ি সত্তুরবাড়িতে যান। সেখান থেকে সাবিনাকে উদ্ধার করেন এবং সাবিনার স্বামী আরিফ হোসেনকে গ্রেপ্তার করেন। মামলার ৩ জন আসামীর মধ্যে দুইজন এখনও পলাতক রয়েছে। তিনি বলেন, মামলাটি প্রথমে ২০০০ সনের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধনী ২০০৩) এর ১১ (খ)/৩০ এ ছিল। পরে এটি কে ১১(ক) এর আওতায় এনেছেন।

১৯ জানুয়ারী ২০১২ এসআই মোঃ মিজানুর রহমান জানান, কয়েকদিন আগে হাসপাতাল থেকে সাবিনার মৃত্যুর সনদপত্র পেয়েছেন। কিন্তু ভিসেরা প্রতিবেদন এখন পর্যন্ত প্রস্তুত না হওয়ায় হাসপাতাল থেকে তাঁকে ময়না তদন্ত প্রতিবেদন দেয়া হয়নি। ময়না তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পেলেই তিনি মামলার চুড়ান্ত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করবেন বলে জানান।

-সমাপ্ত-